মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৩৬

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪১. প্রথম অনুচ্ছেদ - সফরের সালাত

بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئا قَالَ: «أَقَمْنَا بهَا عشرا»

বাংলা

১৩৩৬-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হাজ্জের (হজ্জের/হজের) সময়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনাহ্ হতে মক্কায় গমন করেছিলাম। সেখানে তিনি মদীনায় ফেরত না আসা পর্যন্ত চার রাক্’আত ফরয সালাতের স্থলে দু’ রাক্’আত আদায় করেছেন। আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনারা কি মক্কায় কয়েক দিন অবস্থান করেছিলেন? জবাবে আনাস (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমরা মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১০৮১, মুসলিম ৬৯৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৯৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৩৮৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেনঃ আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে তিনি মক্কা এবং মিনায় অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন এছাড়া অন্য কোন বিষয় নেই এবং তিনি জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ ভোরে মক্কায় আগমন করলেন (রবিবার) এবং সেখানে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং অষ্টম তারিখ বৃহস্পতিবারে ফাজ্‌রের (ফজরের) সালাত আদায় করে মিনায় গমন করলেন এবং মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে রওনা দিলেন আইয়্যামে তাশরীক্বের পর।

আর বুখারীতেও ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় অনুরূপ হাদীস রয়েছে।

আলোচ্য হাদীসটি শাফি‘ঈর মাযহাবীদের উপর অত্যন্ত জটিলতার বিষয়, কারণ তাদের নিকট স্বীকৃত বিষয় হলো যদি মুসাফির ব্যক্তি নির্ধারিত স্থানে চার দিন অবস্থানের নিয়্যাত করে তবে চার দিন পূর্ণ হওয়ার পর তার সফর ভেঙ্গে যাবে। (অর্থাৎ তখন পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে)।

তবে উক্ত স্থানে যদি চার দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়্যাত করে যদিও তার বেশী অবস্থান করে তবে সফরের হুকুম ঠিক থাকবে। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কায় ১০ দিন অবস্থানটি ছিল বিদায় হাজ্জ (হজ/হজ্জ)।

জবাবে বায়হাক্বী (রহঃ) বলেনঃ আনাস (রাঃ) তার কথা فأقمنا بها عشرًا ‘আমরা সেখানে ১০ দিন অবস্থান করলাম’ দ্বারা মক্কা, মিনা ও ‘আরাফাহ্ উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ একাধিক হাদীস দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জে যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে মক্কায় আগমন করেছিলেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন ও সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বসর করেছিলেন এবং তিনি আগমনের দিন ভ্রমণ অবস্থায় থাকার কারণ হিসেবে গণ্য করেননি এবং তারবিয়ার দিনও গণ্য করেননি। কারণ সেদিন তিনি মিনার উদ্দেশে গমন করেছিলেন এবং সেখানে যুহর, ‘আসর, মাগরিব, ‘ইশা ও ফাজ্‌র (ফজর) সালাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর সূর্য উদিত হলে তিনি ‘আরাফায় গমন করলেন। এরপর সূর্য অস্ত গেলে ‘আরাফাহ্ থেকে মুজদালিফায় গেলেন, সেখানে রাত যাপনের পর ফাজ্‌রের (ফজরের) সালাত আদায় শেষে মিনায় গমন করলেন এবং কুরবানীর কাজ সমাধা করলেন। এরপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ শেষ করে মিনায় ফিরে গেলেন, সেখানে অবস্থানের পর মদীনার উদ্দেশে রওনা করলেন। সুতরাং তিনি একই স্থানে চারদিন অবস্থান করত সালাত ক্বসর করেননি। (আস সুনান আল্ কুবরা- ২য় খন্ড, ১৪৯ পৃঃ)

আমি বলব (মির‘আত প্রণেতা) যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জ মক্কায় চারদিন অবস্থান করেছিলেন। কারণ তিনি যিলহাজ্জের চার তারিখে ভোরে সেখানে গমন করেছেন এবং সেখান থেকে মিনায় গমন করেছিলেন আট তারিখ ফাজ্‌রের (ফজরের) পর। আর অবস্থানরত সময়ে তিনি সালাত ক্বস্‌র করেছেন। সুতরাং এটা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মাযহাবের উপর প্রমাণ করছে এবং মারফূ' ক্বাওলী কিংবা ফে‘লী হাদীস থেকে প্রমাণ হয় না যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারদিনের বেশী কোথাও অবস্থান করেছেন এবং সালাত ক্বসর করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55896

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন